R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG. 112 Regd No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-৮৫৩২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
৭-১, বিমান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ক্রম্পটন গ্রীভস লিমিটেডের
ল্যাম্প, টিউব, ষ্টার্টার,
ফিটিংস এবং ফ্যান
ডীলার
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৯শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২৫শে জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৩৮৯ সাল
৯ই জুন, ১৯৮২ সাল।
নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২৲, সডাক ১৪৲

সাংবাদিকের লোকান্তর

রঘুনাথগঞ্জ : 'বিদ্রোহী কণ্ঠ' পাক্ষিক পত্রিকার সম্পাদক ও তরুণ সাংবাদিক বিশ্বনাথ চ্যাটারজি শুক্রবার বিকেলে বহরমপুর হাসপাতালে পরলোকগমন করেছেন। খাগড়া মহাশ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। মৃত্যুকালে শ্রীচ্যাটারজির বয়স হয়েছিল ২৬ বছর। তিনি বেশ কিছুদিন 'জঙ্গিপুর সংবাদ' পত্রিকার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। জেলার কয়েকটি পত্রিকার সঙ্গেও তাঁর যোগ ছিল। সংবাদপত্রের ব্যাপারে তাঁর উৎসাহ ছিল যথেষ্ট। সেই উৎসাহের ফলেই তিনি নতুন পত্রিকা 'বিদ্রোহী কণ্ঠ' প্রকাশ করেন। বিশ্বনাথবাবু বেশ কিছুদিন থেকে ডায়াবেটিস রোগে

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভোটের হার বেশী, জেলায় রিগিং নিয়ে প্রতিক্রিয়া নেই

বিমান হাজরা : নওদা কেন্দ্রে এবারে ভোট পড়েছে ৯০'২৮ শতাংশ। লালগোলা, বেলডাঙ্গা, ভগবানগোলা, হরিহরপাড়া, খড়গ্রাম, জলঙ্গী, ডোমকল, মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রগুলিতে ভোটের হার যথাক্রমে ৮৭'৩২, ৮৫'৭২, ৮৩'৭২, ৮৪'১৩, ৮০'৩১, ৮৮'১৯, ৮৮'৪৭, ৮৪'১৬ তবু মুরশিদাবাদের বেশীর ভাগ মানুষ মনে করেন না এবারের বিধানসভা নির্বাচনে এ জেলায় কোনো রিগিং-এর ঘটনা ঘটেছে। এমন কি সাধারণ ইন্দিরা কংগ্রেসীরাও রিগিং সংক্রান্ত অভিযোগকে তেমন আমল দিতে রাজী নন। অনেকেই মনে করেন রাজ্যের শক্তিশালী দুটি দল সি পি এম নিয়ন্ত্রিত ফ্রন্ট ও ইন্দিরা কংগ্রেসের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতার কারণে উভয় দলই নিজেদের জেতাবার জন্য বেশী মাত্রায় ভোট পোল করিয়েছেন। এর মধ্যে কোথাও কোথাও বিচ্ছিন্নভাবে জাল ভোটিং হয়ে থাকলেও বুথ দখল বা ব্যাপকভাবে 'ভোট হয়ে গেছে শুনে ভোটারদের ফিরে যাওয়ার' তেমন কোনো ঘটনা ঘটেনি। নির্বাচনের কাজে নিযুক্ত বহু প্রিজাইডিং ও পোলিং অফিসারও রিগিং সংক্রান্ত অভি যাগকে হাস্যকর বলে বর্ণনা করেছেন। এদের মধ্যে বহু কংগ্রেস সমর্থকও রয়েছেন। বহরমপুর স্পোর্টিং ক্লাব প্রাথমিক স্কুলের বুথে ৫৪০ মিনিটে এবারে ভোট পড়েছে প্রায় ৮৩৫টি। ঐ বুথে প্রিজাইডিং অফিসার ছিলেন বৈদ্যনাথ মিশ্র। শ্রীমিশ্র বহরমপুর কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী শংকরদাস পালের একজন অতি বিশ্বস্ত সমর্থক বলে পরিচিত। আর একজন কংগ্রেস কর্মী শ্যামল রায়। জঙ্গিপুরের একটি বুথে পোলিং অফিসার ছিলেন তিনি। ঐ বুথে ভোট পড়েছে প্রায় ৮০০টি। দফরপুর পূর্ব্ব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বুথে প্রিজাইডিং অফিসার ছিলেন ফেডারেশনের এক সদস্য। তাঁর বুথে ভোট পড়েছে ৮৪৮টি। এরা সকলেই রিগিং-এর অভিযোগ তীব্রভাবে খণ্ডন করেছেন। একজন সরকারী অফিসার রিগিং সংক্রান্ত অভিযোগ নস্যাৎ করে দুটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপনা করেছেন। সাধারণতঃ নির্বাচনে অংশ নেওয়া সরকারী কর্মচারীরা পোষ্টাল ব্যালটে ভোট দিয়ে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বোমা বানাতে গিয়ে মৃত্যুর খবর প্রেসকে জানাতে পুলিশ নারাজ

নিজস্ব সংবাদদাতা : সম্মতিনগরে বোমা বিস্ফোরণে ১ ব্যক্তির রহস্যজনক মৃত্যুর প্রায় ৬ ঘণ্টা পরে বুধবার (আজ) সন্ধ্যা ৮টা নাগ দ রঘুনাথগঞ্জ থানার ওসি বিনয় ভদ্র এই ঘটনা সম্পর্কে 'প্রেস'কে কোন কিছু জানাতে অস্বীকার করেন। বিস্ফোরণের প্রকৃত কারণ বা ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তারের সঠিক তথ্যও তিনি দিতে চাননি। ওসি জানান, এস ডি পি ও'র অনুমতি ছাড়া প্রেসের লোকের কাছে মুখ খুলতে তাঁর মানা আছে। এস ডি পি ও ঐ দিন বহরমপুরে ছিলেন। তাই ওসি'র বক্তব্যের বিষয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি। এদিকে সম্মতিনগরের ঘটনা সম্পর্কে জানা গেছে ঐ দিন দুপুরে বোমা বানাবার সময় একটি বোমা ফেটে গেলে এক ব্যক্তি মারা যায়। এবং অন্য একজনকে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কো-অর্ডিনেশনের চাপে শঙ্করের নিয়োগ বন্ধ

নিজস্ব সংবাদদাতা : সরকারী কর্মচারীর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রকে চাকরি দেওয়ার সরকারী নির্দেশ থাকা সত্বেও মুরশিদাবাদ জেলার রেজিষ্ট্রার ঐ বিভাগের এক মৃত কর্মচারীর পুত্রের নিয়োগপত্র দান বাতিল করে দিয়েছেন। অভিযোগ—জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির চাপে পড়েই রেজিষ্ট্রার এই কাজ করেছেন। ঐ মৃত কর্মচারীর নাম উমাপদ কুণ্ডু। ২৮ মে ওয়েষ্ট বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের একদল প্রতিনিধি বহরমপুরে রেজিষ্ট্রারের সঙ্গে দেখা করে উমাপদ'র ছেলে শংকর কুণ্ডুকে চাকরি দেবার দাবী জানান। রেজিষ্ট্রার এ দাবী মেনে নিলেও পরদিন কো-অর্ডিনেশন কমিটির পরামর্শমত শংকরের নিয়োগপত্র বাতিল করেন। তার পরদিন এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন ফের রেজিষ্ট্রারের কাছে নিয়োগপত্র বাতিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে সরকারী প্রচলিত নিয়ম মেনে চলার জন্য আবেদন জানান। রেজিষ্ট্রার শংকর কুণ্ডুর

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

দুই মুনির দুই মতে পুর প্রাথমিক পরীক্ষা নিয়ে শিক্ষকেরা দোটানায়

নিজস্ব সংবাদদাতা : বিরাশি শিক্ষাবর্ষে বাণ্মাসিক পরীক্ষা গ্রহণ করা নিয়ে জঙ্গিপুর পুরসভার চেয়ারম্যান হরিপ্রসাদ মুখার্জি এবং প্রাথমিক বিভাগে জেলা স্কুল পরিদর্শকের পরস্পর বিরোধী সিদ্ধান্তে জঙ্গিপুরের ২৮টি পুর স্কুলের প্রধান শিক্ষকেরা দোটানায় পড়েছেন। জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে প্রতি বছর বাণ্মাসিক পরীক্ষা হয়ে থাকে। এ বছর এখনও পর্যন্ত কোনো স্কুল সিদ্ধান্তই নিতে পারেননি পরীক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে। তৈরী হয়নি প্রশ্নপত্রও। প্রথম বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভা '৮২ বর্ষ থেকে প্রাথমিক পরীক্ষা নিষিদ্ধ করে নির্দেশ জারী করেন। এই নির্দেশের কথা সাতদিনের 'ওরিয়েনটেশন ট্রেনিং'-এ প্রধান শিক্ষকদের জানিয়ে দেওয়া হয়। শিক্ষা দপ্তর এ নিয়ে একটি পুস্তিকাও প্রকাশ করেন। তাতে স্পষ্ট করে পরীক্ষা গ্রহণ ও পাস ফেল প্রথা তুলে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। ফলে জঙ্গিপুরের পুর স্কুলগুলি পরীক্ষা গ্রহণে ইতস্ততঃ করছেন। শিক্ষকদের এই ইতস্ততের কথা জানিয়ে পুরসভার চেয়ারম্যানের কাছে তাঁর বক্তব্য জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান—'পরীক্ষা বন্ধের ব্যাপারে রাজ্য সরকারের শিক্ষাদপ্তর থেকে পুরসভায় কোনো সুনির্দিষ্ট নির্দেশ আসেনি। তাই বর্তমান বর্ষে যথারীতি পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে।' চেয়ারম্যানের এই বক্তব্যে পুর স্কুলের প্রধান শিক্ষকেরা মহা সমস্যায় পড়েছেন। তাঁরা এখনও বুঝ উঠতে পারছেন না কি করবেন!

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পুলিশের গুলিতে কংগ্রেস কর্মী খুন

নিজস্ব সংবাদদাতা : সি পি এম ও কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যেকার ঝগড়া থামাতে সাগরদীঘির মথুরাপুরে পুলিশ গুলি চালালে এক কংগ্রেস কর্মী নিহত হয়েছেন। নিহত কর্মীর নাম দেলাবর হোসেন। পুলিশের গুলিতে আহত ৩ জনকে আশংকাজনক অবস্থায় বহরমপুর হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়েছে। এদের মধ্যে একজন মহিলাও আছেন। আহতরা সকলেই কংগ্রেসের

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৮ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৩৮৯ সাল।

'হোক সে মিছে কল্পনা.....'

'এ কূল ভাঙে, ও কূল গড়ে—এই ত নদীর খেলা'—বহু শ্রুত গানটির অনুসরণে বলা যায়: রাজ্যের কোন অংশবিশেষকে অন্য অংশ বিশেষের সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়াও এক-প্রকার রাজনীতির খেলা। সে খেলা জঙ্গিপুর মহকুমার জনগণ দেখিতে পারেন। আমাদের পত্রিকার বিগত সংখ্যায় প্রকাশিত বিশেষ সংবাদদাতার প্রতিবেদনে ফরাক্কাকে জঙ্গিপুর মহকুমা হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার যে আয়োজনের যে ইঙ্গিত পাওয়া গিয়াছে তাহা বাস্তবায়িত হইলে ভাবিবার বিষয়।

ফরাক্কা বর্তমানে এই মহকুমার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থান। ইহাকে মুর্শিদাবাদ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া অর্থাৎ জঙ্গিপুর মহকুমা হইতে কাটিয়া লইয়া মালদহের সঙ্গে যুক্ত করিবার রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পরিকল্পনার ইঙ্গিত উক্ত প্রকাশিত প্রতিবেদনে মিলিতেছে। ফরাক্কার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা মালদহের হাতে যাইবে। তাহারই পদক্ষেপ হিসাবে কি তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কর্মচারীদের জন্য প্রস্তাবিত উপনগরী মালদহে সরান হইয়াছে? ফরাক্কার টেলিফোন সার্ভিসকে জঙ্গিপুর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া মালদহ টেলিফোন সার্ভিসের সঙ্গে যুক্ত করার কথা আমরা শুনিয়াছি। আর ফরাক্কার ডাকব্যবস্থাকে মালদহ ডাক-তার বিভাগের আওতায় আনিবার বন্দোবস্ত হইলে রঘুনাথগঞ্জে একটি পূর্ণাঙ্গ ডিভিসন অফিস গড়িবার সম্ভাবনা অনুজ্জ্বল হইবে এবং তাহার ফলে এই ডিভিসন অফিসের এলাকাধীন এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ হইতে বাধ্যতামূলকভাবে বেকারদের কর্মে নিয়োগ সলিল সমাধি লাভ করিবে। প্রতিবেদন হইতে জানা যায় যে, এই সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রচেষ্টা আন্তরিক।

বিড়াল থলি হইতে বাহির হওয়ায় জনমনে স্বাভাবিকভাবেই ক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছে। কার্জন সাহেবের বঙ্গভঙ্গ রোধ করা যায় নাই; স্বাধীনতাপ্রাপ্তির টোপ গিলিবার জন্য এ দেশবাসী ভারতবর্ষকে খণ্ড বিখণ্ড করিবার আয়োজন মানিয়া লইয়াছে। মালদহী ফেরেশ্‌তার উদ্যমে জঙ্গিপুর মহকুমা-ব্যবচ্ছেদ যে হজম হইবে, তাহাতে বিস্ময়ের কী আছে? আর জঙ্গিপুর মহকুমার জন প্রতিনিধি—রাজ্যের হোন বা কেন্দ্রেরই হোন, দলমতনির্বিশেষে ঐতিহ্যসূত্রে নিষ্ক্রিয়তার উপাসক, যৌথভাবে বা পৃথকভাবে এ যাবৎ এই মহকুমার কোন স্থায়ী ভাল কাজ করেন নাই। সুতরাং যাহা হইতে চলিয়াছে, হয়ত হইবে। একক ফুৎকারে বহু উড়িয়া যাইতে পারেন। রাজনৈতিক লাভালাভের কোন প্রশ্ন আসে না। জঙ্গিপুর হইতে ফরাক্কা যথায় যায় যাক, রাজ-রাজত্ব ও রাম-রাজত্ব—কোন পক্ষেরই কিছু যায় আসে না। আর পার্টি-তন্ত্রের যুগে 'রাখীবন্ধন' যে নিতান্তই 'সেকেলে' ব্যাপার।

॥ তিন চোখে ॥

পশ্চিমবঙ্গের জনগণের রায়ে আবার বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এলেন। বিধানসভার নির্বাচনের পূর্বে বিরোধীপক্ষেরা দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিকতা, বিদ্যুৎ সঙ্কট, ভাষা, বর্গা অপারেশান পঞ্চায়েতের নানান দুর্নীতি প্রভৃতি দিকগুলি জনগণের সামনে তুলে ধরেছিলেন। তবুও পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এই সরকারকেই ক্ষমতায় এনেছে। তাই এই সরকারের কাছে তারা অনেক কিছু আশা করে। তাদের অভাব-অভিযোগ-দুঃখ-দুর্দশার সমাধান একেবারে সমাধান হওয়া সম্ভব নয়। তবে সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষেরা আশা করে জিনিষপত্রের অগ্নি ছোঁয়া মূল্য নিয়ন্ত্রিত দরে বিক্রি হবে। মারামারি-খুনোখুনি-রাহাজানির রাজত্বের অবসান ঘটবে। গ্রামবাংলার অনেক সমস্যার সমাধান ঘটবে। শিক্ষাজগতে আরো শৃঙ্খলা আসবে। ঠিক সময়ে পরীক্ষা হবে। পরীক্ষার ফলাফল ঠিক সময়ে প্রকাশিত হবে। মোট কথা এই সরকারের এখন অনেক দায়িত্ব। তাঁদের বিগত বৎসরের কার্যকলাপেরও আত্মসমীক্ষা দরকার। এ কথা নেতারাও স্বীকার করেছেন।

নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ হওয়ার ঠিক পরেই বর্ধমান-বীরভূম অঞ্চলের কয়েকজন লোকের সঙ্গে বাসে আলাপ হয়েছিল। তারা সকলেই সাধারণ শ্রেণীর লোক। নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে তাদের প্রতিক্রিয়া জানবার চেষ্টা করতেই একজন সরাসরি বলে উঠল: 'বাবু ভোট আমরা এই সরকারকেই দিয়েছি। তবে এঁরা যদি পঞ্চায়েতের বাবুদের একটু শাসন করেন আর জমিজমার ব্যাপারে একটু সাহায্য করেন তবে আমরা আরও শান্তিতে বাস করতে পারি'।

জনগণের বিপুল সমর্থন নিয়ে পাঁচ বছরের মধ্যে দ্বিতীয়বার পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসেছেন। এঁদের কাছে সাধারণ মানুষ এটা নিশ্চয়ই প্রত্যাশা করবে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু নিজেই বলেছেন: 'এই নির্বাচনে পুনরায় জয়লাভের পর আমাদের দায়িত্ব আরও বেড়ে গেল। কোন রকম আত্মম্ভরিতা নয়, ধীর স্থিরভাবে ধৈর্য ধরে, সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে আমাদের কাজ করে যেতে হবে।'

আমরা তাঁর এই বক্তব্যকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই। সব সময় কেন্দ্রের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা না করে পশ্চিমবঙ্গের অগণিত লক্ষ লক্ষ মানুষের সুখ দুঃখ, কল্যাণের কথা মনে রেখে তাঁদের কাজ করে যেতে হবে। এটাই তাঁদের কাছে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আশা করেন।

—মাণ সেন

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

কংগ্রেস জড়িত নয়

২৬শে মে তারিখে আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় 'ভোটের জের গ্রামে অশান্তি' শিরোনামায় প্রকাশিত জরুর গ্রামের সি, পি, এম এর সালমুল্লা সেখের বাড়ীতে একদল কংগ্রেস সমর্থক আগুন ধরিয়ে দেয় বলে যে খবর বেরিয়েছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা, কল্পনা প্রসূত এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। এই আগুন লাগার ব্যাপারে কংগ্রেসের কোন সম্পর্ক নাই। আমরা এই সংবাদের তীব্র প্রতিবাদ জানাই।

প্রশান্ত দত্ত ও চার জন কংগ্রেস কর্মী

৪ল গাছে অশুভ ফুল

নিজস্ব সংবাদদাতা: সম্প্রতি রঘুনাথগঞ্জ শহরের বালিঘাটা পল্লীর এক কবর স্থানে একটি ওল গাছে ফুল ধরার ঘটনা নিয়ে বেশ হৈ চৈ পড়ে যায়। দুর্গন্ধময় প্রায় আধমণ ওজনের ওলের ফুলটি সবুজ রংএর। দেখতে অনেকটা মাইকের চোঙের মত। সচরাচর ওল গাছে ফুল ধরে না। অনেকেই মনে করেন এটি অশুভ লক্ষণ। পরে কিছু যুবক কবর স্থান থেকে ওল ফুলটি তুলে ফেলে। ফুলটি দেখতে কবর স্থানে বেশ ভিড় জমে যায়।

অলক্ষে

ফিফ্‌থ্‌ পিরিয়ডের পর তপতী বড়দির ঘরে গিয়ে বল্লো, বড়দি আমার সেভেন্‌থ্‌ পিরিয়ডে ক্লাস ফাইভের ড্রিল ক্লাসটা ডিসলভ্‌ করে দিন, আমার গার্লস্‌ গাইড হেড কোয়ার্টারস্‌ ডেকে পাঠিয়েছে চারটের সময়। রয়েড ষ্ট্রীটে। বড়দি দ্বিমত করলেন না, একটু হেসে বল্লেন, হ্যাঁ যাও, তা তোমার আর কি ডেভেলপমেণ্ট হলো, তুমি কি করবে ভেবে দেখেছো?

উত্তর তপতী কি দিয়েছিল তপতী এখন তা স্পষ্ট মনে করতে পারছে না, এখন তপতী নিঃশব্দ সিক্‌স্‌থ্‌ পিরিয়ডের ফাঁকা সিঁড়ি বেয়ে হাল্কা পায়ে নামছে, আর ভাবছে কল্যাণ কোন ক্লাসে এখন, ওর মনে আছে তো? তপতির পা চটুল হলো, একটু রমণীয়-ভাবে ভারী হয়ে যাওয়া শরীরে একটা সুছন্দ ভঙ্গিমা হিল্লোলিত তালে তালে নামতে লাগলো। বাঁকের মুখেই কল্যাণ. O how lucky, তপতী প্রায় কল্যাণের গালের কাছে নিঃশ্বাস ফেল্লো, বুদ্ধদেব মনে আছে তো সাড়ে পাঁচটা থেকে ছটা কার্জন পার্ক ট্রাম অফিস বারো নম্বর ট্রাম টার্মিনাস। এতগুলো কথা বলে ফেলে তপতীর খেয়াল হলো সিঁড়িতে আশে পাশে কেউ নেইতো;—সিগারেট ধরাতে ধরাতে একটা আমেজ অনুভব করলো বুদ্ধদেব ডাক শুনে। তপতী এই নামেই ডাকে কল্যাণকে, একা।

হষ্টেলে ফিরলো তপতী। লেডিস হষ্টেল। রুমমেট রীতা দিন দিন মূটকী হচ্ছে, ওকে তপতী প্রায়ই বলে তুই গিমিক্যাল খা, ফিগারেটে যা। রীতা বই পড়ছিলো, পাশ ফিরে বল্লো, তপা, আজ অজয় না সুনয়ন না কল্যাণ?—তপতী বিরক্ত হলো না, শাড়ী ছাড়লো, হাসলো, জিজ্ঞাসা করলো ও কি বই পড়ছে, বারান্দার শুক্ল অন্তর্বাসগুলো তুলে আনলো, গার্লস গাইডের নীল টিউনিক পড়লো, সবুজাভ সানগ্লাস পড়ে চলে যাওয়ার সময় বল্লো, সবতো ছেড়েছি, দেখি কোন আঘাটায় ঠেকি, রীতা each day we not and not and thereby hangs a tale. O. K. bye —

রীতার মন। তপতী বয়স চৌত্রিশ, সধবা বিধবার মাঝামাঝি অবস্থা; সেপারেশন হয়ে গেছে, ডিভোর্স হতে দেরী হচ্ছে, দুর্গাপুরের মিঃ রায় নির্বীর্জ অত্যাচারী, তপা ১০ বছর একটা বীভৎস জীবন কাটিয়েছে, সাত আট বছর ঘরছাড়া, বাবা জামাইবাবুরা

অলক্ষে

(২য় পৃষ্ঠার পর)

ধিক্কার দিয়েছেন, দরজা বন্ধ করেছেন—অশান্তে রীতার একটা শ্বাস পড়লো ভারী বুকে, all right, we all are all right, তপা আমিই বা কি করছি, তোর তো একটা চাকরী আছে, আমাকে প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা চৌরঙ্গীতে বেচতে হয় নিজেকে, ugh ! stiffling!

তপতী কল্যাণের হাত ধরে ময়দানের আলোতে অন্ধকারে স্মার্ট সুন্দরভাবে বেড়ালো, তারপর কিছুটা অন্ধকার মাঠ পেরিয়ে রেড রোডের ধারে এসে বসলো। পিছনে একটা জ্যান্ত এবং বাস্তব অশ্বত্থ গাছ, পাশে একটা উঁচু "ল্যাম্পোষ্ট। তপতী ব্যাগ খুলে পুডিং বার করলে ; বুদ্ধদেব, এই তোমার soft delicicus খাবার ; শ্যামল তপতীর দিকে চেয়ে নরম লজ্জা পাওয়ার মতো উজ্জ্বল হাসলো। শ্যামলের সাদা দাঁতের পাটিতে ঢেউ খেলে গেল। উঁচু নিয়ন ল্যাম্পোষ্টের আলো। তপতী শ্যামলের বাঁ হাতটা নিজের কোলের মধ্যে নিলো। তপতী হাঁটু দুটো উঁচু করে উঠিয়ে থুতুনিতে লাগিয়ে বসেছিলো। তপতী ঘন নিঃশ্বাস নিচ্ছিলো।

: জানো বুদ্ধদেব আমার ভীষণ হাসি পায়।

: কেন ?

: তোমাকে আমি আরো বড়ো ভেবেছিলাম, আমি যখন ঘর সংসার ছাড়ি তখন তুমি ক্লাস এইট কি নাইনে পড়ো। তপতী নিবিড়ভাবে হেসে উঠলো শ্যামলের দিকে চেয়ে। তপতী বল্লো, তোমার সঙ্গে আমার কি বলতে ? কল্যাণ কিছু ভাবতেই পারলো না, শুধু মাথার মধ্যে ভাসতে থাকলো Shelley loved platonic love ; তপতী বল্লো আমার মনে হয় এটা infatuation. তারপর বল্লো, বুদ্ধদেব অতো কি ভাবছো, Take life easy.

তপা হষ্টেলে ফিরেছে রাত দশটায়। দারোয়ানের কাছে খাতায় সই করে আসতে হয়েছে, সিঁড়িতে কেউ নেই, তপা এখন উঠছে রেলিং-এ হাত টেনে টেনে, তপা ঘরে ঢুকেছে, রীতা ফেরেনি, তপা শাড়ী বেষ্ট কাঁধে খুলে রেখেছে, কি পড়বে ভাবছে, ভাবতে ভাবতে তপার মনে হচ্ছে একটা কিমোনো কিনতে হবে, এই পোষাক আর ভালো লাগছে না, তপা শুনছে ওর গলা ফিস ফিস করে বলে যাচ্ছে, a new garment, O Father, a new face.

—সুধন্য

সাংবাদিকের লোকান্তর

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ভুগছিলেন। অকৃতদার বিশ্বনাথবাবুর মা-বাবা ও ভাইবোনেরা বর্তমান। মুর্শিদাবাদ জেলা প্রেস ক্লাবের সদস্য হিসেবে সকলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল বেশ মধুর। তাঁর মৃত্যুতে আমরা গভীর শোক প্রকাশ করছি এবং আত্মার চিরশান্তি কামনা করছি।

মিহির মণ্ডলের সংযোজন ঃ বিশুদা আর নেই। ভরা বসন্তের 'বিদ্রোহী কণ্ঠ' স্তব্ধ হ'ল অকালে। অথচ এমনটি হবার কথা ছিল না। সংক্রামক জীবাণুর আক্রমণে সদাহাস্যময় বিশুদা পরাজিত হবেন এ ছিল কল্পনারও অতীত। তাঁর মৃত্যু এক নির্ভীক সাংবাদিকের অকাল বিয়োগ ব্যথাই শুধু নয় এ যেন আত্মীয়তার বিচ্ছেদ। কণ্ঠে তাঁর বিদ্রোহ ছিল। তাই তো সে বিদ্রোহী। তাঁর প্রয়াণে আমরা বাক্‌হারা। করুণাময় ঈশ্বরকে যদি আমরা বিশ্বাস করি তবে তাঁর কাছে প্রার্থনা করব 'হে ঈশ্বর ওঁর আত্মাকে যেন শান্তি দিয়ো। আর আশীর্বাদ কোরো তাঁর স্নেহধন্য বিদ্রোহী কণ্ঠ যেন রুদ্ধ না হয় কখনও।'

'পুলিশের সামনেই গুণ্ডারা ঘুরছে'

রঘুনাথগঞ্জ : জঙ্গিপুরের বিভিন্ন গ্রামে সি পি এম কর্মীদের উপর ইন্দিরা কংগ্রেসীরা হামলা করছে। সেইসঙ্গে সন্ত্রাস সৃষ্টির চেষ্টা হচ্ছে। পুলিশের একাংশের মদতেই এই সব ঘটনা ঘটছে বলে সি পি এমের কৃষক সংগঠনের সম্পাদক বালক মুখার্জি অভিযোগ করেছেন। সম্প্রতিনগরের সাম্প্রতিক ঘটনার উল্লেখ করে তিনি বলেছেন—পুলিশ পিকেটের সামনেই সি পি এম কর্মীরা আক্রান্ত হয়েছেন। তিনজনের অবস্থা এখনও আশংকাজনক। পুলিশের চোখের সামনেই আক্রমণকারী গুণ্ডারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে শনিবার রঘুনাথগঞ্জে দলের পক্ষ থেকে মিছিল বের করা হয়। সমস্ত ঘটনা এস ডি পি ও-কে জানিয়ে তাঁর হস্তক্ষেপ দাবী করা হয়েছে।

পানে ও আপ্যায়নে
চা ঘরের চা
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ফোন—৩২

দেশ-বিদেশের সাম্প্রতিক সংবাদে
আর মনমাতানো গানে গানে
ভেসে চলা একটি নাম
ইনভিমেন্ট (এস)
ভারতের যে কোন স্থানে স্বচ্ছন্দে
ভ্রমণের জন্য বিশ্বস্ত বাস সার্ভিস।
যোগাযোগের ঠিকানা—
নিমাই সাহা
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

ধুলিয়ান ষ্টোন প্রডাক্টস
ষ্টোন মার্চ্চেন্ট এণ্ড গভঃ কনট্রাক্টর
পাকুড়ে নিজস্ব কোয়ারী
ধুলিয়ান পাকুড় রোডে ৩৪নং জাতীয় সড়কের নিকটস্থ ক্রাসার ইউনিট
ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সুলভে
ষ্টোন চীপস্, বোল্ডার, ষ্টোন সেট,
পোঃ ধুলিয়ান, জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন ঃ অফিস ৫২, ফ্যাক্টরী ১১৭
ষ্টোন ম্যাটারস প্রভৃতির
সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান।
এস এস আই রেজি নং ২১/১৩৭ ১৫৮
তাং ২৪-৩-৭০

নিলামের ইস্তাহার

জঙ্গিপুর ১ম মুনসেফী আদালত
নং ৬/৭৭ মনিজারী
নিলামের দিন ১৯-৭-৮২
ডিক্রীদার—জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারগণ, সাং রঘুনাথগঞ্জ।
দেন্দার—সবিতাকুমার ব্যানার্জি দিং, সাং রঘুনাথগঞ্জ।
দাবী—৪৮২·৭৭ টাকা
জিলা মুর্শিদাবাদ, থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজা রঘুনাথগঞ্জ মধ্যে ·২০ শতক জমির কাত বার্ষিক ৩৪·০৮ পাই ওমায় অন্তর্গত দেন্দারের দখলীয় ·১০ শতক জমির কাত হারাহারী ১৭·০৪ পাই টাকা জমা পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেরেস্তায় দেন্দারগণের নামে লেখা যায়। খতিয়ান নং ৭৪৫, দাগ নং ২৭১, পরিমাণ ·২০ শতক মধ্যে ·১০ শতক ভূমি মায় তদুপরিস্থিত পোক্তা গৃহাদিসহ টীন, বরগা, ইঁট, কাঠ, কপাট, চৌকাঠ, টীন ইত্যাদি নওয়া জিমাদিসহ। আঃ মূল্য ৫০০০৲ বারতী স্থিতিবান।

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

Abridged Quotation Notice

Sealed quotations in plain paper from bonafide owners are invited for supplying 'Private Car' on hire for inspection both at work sites in Murshidabad District and also in Calcutta by Executive Engineer, Ganga Anti Erosion Division, P. O. Raghunathganj, Dist. Murshidabad.

The earnest money will be Rs. 2000/-

The quotations will be received upto 3·00 P. M. on 24-6-82 and opened immediately on the same date. The other details may be seen at the aforesaid office on any working days upto 4-00 P. M.

7-6-82

B. K. Dasgupta
Executive Engineer,
Ganga Anti Erosion Division
P. O. Raghunathganj, Dist. Murshidabad

প্রতিক্রিয়া নেই

(১ম পৃষ্ঠার পর)

থাকেন। সুতীতে কংগ্রেস প্রার্থী ২০টি এবং আর এস পি প্রার্থী ১১টি পোষ্টাল ভোট পেয়েছেন। জঙ্গিপুরে কংগ্রেস প্রার্থী পেয়েছেন ৫১টি এবং নির্দল (সি পি এম সমর্থিত) প্রার্থী পেয়েছেন ৪৯টি পোষ্টাল ভোট। দুটি কেন্দ্রেই কংগ্রেস সমর্থক নির্বাচন কর্মীর সংখ্যা বেশী। তাঁরা ফ্রন্টের হয়ে রি'গং করাকে সমর্থন করবেন এ যুক্তি অবান্তর। মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গণিখান চৌধুরী মুর্শিদাবাদে একাধিক সভায় ভাষণ দিয়েছেন। তাতে রিগিং নিয়ে তিনি তেমন বেশী কিছু বলেননি। এমন কি প্রিয়দাস মুন্সীর অভিযোগকেও সত্য বলে সরাসরি স্বীকার করেননি। জেলার বহু কংগ্রেস নেতা মনে করেন মুরশিদাবাদে রিগিং নিয়ে কথা বলে সাধারণ মানুষের মনে তেমন উল্লেখযোগ্য দাগ কাটবে না। তাই তাঁরা আইন শৃংখলা ও কংগ্রেসীদের উপর নির্যাতনের কথাটাই বেশী করে তুলে ধরতে চাইছেন। এস ইউ সি দলের পক্ষ থেকে জঙ্গিপুর বিধানসভা কেন্দ্রে ১৫ হাজার জাল ভোট ও কারচুপির যে অভিযোগ আনা হয়েছে স্থানীয় এলাকায় তাও তেমন সাড়া জাগাতে পারেনি। দলের একটি পত্রিকায় এ সম্পর্কে প্রকাশিত তথ্যকে জনৈক সরকারী মুখপাত্র অতি-রঞ্জিত বলে মনে করেন। তাঁর প্রশ্নে কারচুপি হয়েছে মনে করলে তাঁরা কেন আদালতের আশ্রয় নিচ্ছেন না? এই কেন্দ্রে জয়ী হয়েছেন কংগ্রেসের হাবিবুর রহমান। ফ্রন্ট রাজত্বে প্রশাসনের সাহায্য নিয়ে তিনি কারচুপি করে ভোটে জিতেছেন এই অভিযোগ নিতান্তই ছেলেমানুষী। তাছাড়া জঙ্গিপুর কেন্দ্রের কোনো বুথে কোনো প্রার্থীর এজেন্ট ঢুকতে পারেননি এ অভিযোগও নেই। তাই অস্বাভাবিক ভোটের হার সত্ত্বেও রিগিং-এর অভিযোগ মুরশিদাবাদের সাধারণ মানুষের কাছে তেমন আমল পায়নি। এই প্রতিক্রিয়া বামফ্রন্ট বিশেষ করে জেলা সি পি এম নেতাদের বেশ আশ্বস্ত করেছে।

শংকরের নিয়োগ বন্ধ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নিয়োগপত্রে এর পর স্বাক্ষর করেন। এই সময় কো-অর্ডিনেশনের সদস্যরা রেজিষ্ট্রারের ঘরে জোর করে ঢুকে অশালীন আচরণ করেন এবং অফিসের হেড ক্লারক মনোহর পালকে নিগৃহীত করেন বলে অভিযোগ। এ নিয়ে তুমুল গোলমাল বেধে যায়। অফিস চত্বরে কয়েকশো লোক জমে যান। খবরে প্রকাশ শেষ পর্যন্ত রেজিষ্ট্রার মৃত কর্মচারীর পুত্রের স্বাক্ষরিত নিয়োগপত্র বাতিল করে দিয়েছেন। এ নিয়ে রেজিষ্ট্রেশন বিভাগের কর্মচারীদের বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে তাঁরা জেলাব্যাপী আন্দোলনে নামার সিদ্ধান্ত নেবেন বলে জানা গেছে।

কংগ্রেস কর্মী খুন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সমর্থক। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার সকালে। এ ব্যাপারে পুলিশ সাতজনকে গ্রেপ্তার করেছে।

খবরে প্রকাশ, নির্বাচনের পর থেকে ঐ গ্রামে দুটি রাজনৈতিক দলের সমর্থকদের মধ্যে মাঝে মধ্যেই গোলমাল লেগেছিল। ঘটনার দিন একটি চালাঘরে আগুন লাগলে কংগ্রেস সমর্থকেরা তা নেভাতে যান। তখন সি পি এম কর্মীরা তাদের বাধা দেয়। এই থেকে সংঘর্ষের শুরু। খবর পেয়ে পাশের ক্যাম্প থেকে পুলিশ ছুটে যায় এবং গুলি চালায়। এর ফলে দেলাবর হোসেন নিহত হয়। মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেস কমিটি পুলিশের গুলিতে কংগ্রেস কর্মী নিহত হওয়ার ঘটনাকে নিন্দা করে এ সম্পর্কে বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবী জানিয়েছেন। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে—পুলিশ ঐ দিন সি পি এম কর্মীদের নির্দ্দেশেই কংগ্রেসীদের উপর ১২ রাউণ্ড গুলি চালিয়েছে। অন্যদিকে পুলিশী সূত্রে বলা হয়েছে একদল পুলিশের রাইফেল কাড়ার চেষ্টা করলে পুলিশ ৪ রাউণ্ড গুলি চালায়। সংবাদদাতা ঐ গ্রাম থেকে ঘুরে এসে জানাচ্ছেন যে সেখানে অবস্থা থমথমে। গ্রামবাসীদের মনে আতংক রয়েছে। তাঁর কাছে অনেকেই অভিযোগ করেছেন যে, পুলিশ বিনা দোষে তাদের উপর নির্যাতন চালাচ্ছে।

পুলিশ নারাজ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আশংকাজনক অবস্থায় বহরমপুর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। গ্রামবাসীদের সূত্রে জানা গেছে ঐ এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে বোমা তৈরী হোত। পুলিশ সব ঘটনা জেনেও চুপচাপ ছিল। বুধবারের ঘটনাটিকে ধামাচাপা দেবার জন্যই পুলিশ 'প্রেস'কে এ ব্যাপারে কিছু জানাতে অস্বীকৃত হয় বলে মনে করা হচ্ছে। রঘুনাথগঞ্জ পুলিশ অন্যান্য ঘটনা সম্পর্কে সাংবাদিকদের কাছে এতদিন সঠিক তথ্য জানিয়ে এসেছেন। বর্তমান ঘটনায় এই ব্যতিক্রম অনেকের মনেই সন্দেহের সৃষ্টি করেছে।

শিক্ষকেরা দোটানায়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দু'জন প্রধান শিক্ষক জানিয়েছেন তাঁরা পরীক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে চেয়ারম্যানের কাছে লিখিত আদেশ চাইবেন। কারণ পর্ষদের প্রকাশিত একটি তালিকায় 'প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে ফি নেওয়া নিষিদ্ধ' করে নির্দ্দেশ রয়েছে। পরীক্ষা গ্রহণ করলে তার জন্য ফি আদায় করতে হবে। এ নিয়ে ভবিষ্যতে ঝামেলার আশংকা রয়েছে। এই ঝুঁকি এড়াতেই প্রধান শিক্ষকেরা চেয়ারম্যানের কাছে এক সপ্তাহের মধ্যে লিখিত চিঠি চাইবেন বলে জানা গেছে। চিঠি না দিলে তাঁরাও পরীক্ষা গ্রহণে এগোবেন না।

'প্রিণ্টোফ্লেক্স' কোম্পানীর ১নং পলিথিনের বিভিন্ন সাইজের বালতি, বালতি-ব্যাগ, গ্লাস, মগ, প্লেট, সোপকেস প্রভৃতি দ্রব্য সুলভ মূল্যে খুচরা ও পাইকারী রেটে পাওয়া যায়।

টি, চক্রবর্ত্তী
বাগানবাড়ী
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর শ্লাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

সুরবল্লী কষায়

রক্ত পরিষ্কারক ও
বলবর্ধক

সি. কে. সেন এণ্ড কোং লিঃ

কলিকাতা

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।